



জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির তথ্য প্রদান নির্দেশিকা

বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ

সূচীপত্র

১.১ ভূমিকা.....	৩
১.২. সহায়িকাটি কে বা কারা ব্যবহার করবেন?	৩
১.৩. অনলাইন প্রতিবেদনের প্রকারভেদঃ	৩
১.৪. পুষ্টি প্যাকেজের উপাদান সমূহঃ	৩
১.৫. পরিচালনা সহায়িকাটি ব্যবহার প্রক্রিয়া	৪
১.৫.১ ওয়েব সাইটে প্রবেশ করার নিয়ম.....	৪
১.৫.২ লগিন করার নিয়ম.....	৫
১.৬ দ্বি-মাসিক সভার তথ্য প্রদান করার নিয়ম.....	৬
১.৭ উন্নয়ন সূচক পর্যবেক্ষণ তথ্য প্রদান করার নিয়ম	৮
১.৮ অর্ধ-বার্ষিকী পুষ্টি বাজেটের তথ্য প্রদান করার নিয়ম	৮

১.১ ভূমিকা

দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি পরিকল্পনা (২০১৬-২০২৫) কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এবং পুষ্টি সমন্বয় কমিটি গঠনের পরিকল্পনা ঘোষনার মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে বহুখাতভিত্তিক কার্যক্রমগুলোর অংশগ্রহণ, সমন্বয় সাধন ও পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করেছে। এটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। পুষ্টি সমন্বয় কমিটির নেতৃত্বের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে বহুখাত কার্যক্রমের অংশগ্রহণে পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়ন কার্যকর হবে। এই কমিটিগুলো জাতীয় পর্যায়ে নীতিমালা এবং বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের দিক নির্দেশনার সঠিক বাস্তবায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। জাতীয় পুষ্টি নীতিমালা, পুষ্টি কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন কৌশল সম্পর্কে “দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি পরিকল্পনা (২০১৬-২০২৫)” দলিলে সার্বিক দিক-নির্দেশনা দেয়া আছে। পুষ্টি কার্যক্রম কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য উপরোক্ত দলিল সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখা এবং তা অনুসরণ করা আবশ্যিক। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সমন্বিত কমিটিগুলোর মধ্যে বিভিন্ন খাত বা সেক্টরের প্রতিনিধি থাকবেন এবং তারা পুষ্টিকেন্দ্রিক ও পুষ্টি সম্পর্কিত কর্মসূচি এবং সামাজিক আচরণ পরিবর্তনের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজগুলোকে স্থানীয় পরিস্থিতি বিবেচনা করে বাস্তবায়ন করবে। এনজিও, উন্নয়ন অংশীদার ও সুশীল সমাজ জাতীয় ও আঞ্চলিক ক্ষেত্রে সহযোগী সংগঠন হিসেবে কাজ করছে।

যেহেতু বিএনএনসি অফিসের একটি অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে জেলা ও উপজেলা ভিত্তিক পুষ্টি সমন্বয় কমিটি আলোচনা সাপেক্ষে ও সঠিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত সমন্বিত পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার কার্যকর বাস্তবায়নে পর্যায়ক্রমিকভাবে অগ্রগতিসমূহ পর্যালোচনা, মনিটরিং ও সমন্বয় করা। তাই তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং তা সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য জেলা ও উপজেলা কমিটিগুলোর কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা থাকা উচিত। যাতে করে কমিটির সংশ্লিষ্ট সদস্য সরকারি-বেসরকারি বিভাগ ও সংস্থাসমূহ গৃহীত সমন্বিত পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতিসমূহ সম্পর্কে কমিটির সকল সদস্যদের পর্যায়ক্রমিকভাবে আপডেট করতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন/পরিমার্জন করতে পারেন। সুতরাং, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে পুষ্টি সমন্বয় কমিটিকে প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে যাতে তারা বিএনএনসিকে যথাযথ তথ্য প্রদানের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে আপডেট করতে পারে।

যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ এবং আলোচনার ভিত্তিতে কমিটিসমূহ তাদের গৃহীত পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণে নিয়মিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং মনিটরিং-এর জন্য একটি সমন্বিত/বিভাগভিত্তিক মনিটরিং পরিকল্পনা গৃহীত হলে কমিটির সকল সদস্যগণের অংশীদারিত্ব, সুশাসন, সঠিক মনিটরিং ও তার কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা সম্ভব।

১.২ সহায়িকাটি কে বা কারা ব্যবহার করবেন?

সহায়িকাটির মূল ব্যবহারকারী হলো জেলা ও উপজেলা পুষ্টি কমিটি। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রতিটি জেলায় সরকারী প্রজ্ঞাপন মোতাবেক সকল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত কমিটি পরিচালিত হবে জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে, যেখানে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান উপদেষ্টা এবং সিভিল সার্জনকে সদস্য সচিব প্রস্তাব করা হয়েছে। অন্যদিকে একই ভাবে উপজেলা পুষ্টি কমিটি পরিচালিত হবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিত্বে যেখানে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান উপদেষ্টা ও উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা সদস্য সচিব হিসেবে কাজ করবেন। সুতরাং তিনারা নির্ধারণ করবেন যে, নিয়মিত সভার তথ্য পূরণে কে দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন। দায়িত্বপ্রাপ্তগণ জেলা ও উপজেলা কমিটির অন্যান্য সদস্যদেরও কাছ থেকে সভার সিদ্ধান্ত ও অন্যান্য তথ্য এবং এই সহায়িকাটির সাহায্য নিয়ে নিম্নের প্রস্তাবিত অনলাইন সিস্টেমে ইনপুট দিবে।

১.৩ অনলাইন প্রতিবেদনের প্রকারভেদঃ

বাংলাদেশ জাতীয় পরিষদ কতক প্রস্তুতকৃত অনলাইন তথ্য প্রদান সিস্টেমে বর্তমানে তিন ধরনের ফরম রয়েছে। নিম্নে তা দেওয়া হলঃ

১। দ্বি-মাসিক সভার তথ্য প্রদান ফরম

২। উন্নয়ন সূচক পর্যবেক্ষণ ফরম

৩। অর্ধ-বার্ষিকী পুষ্টি বাজেটের তথ্য প্রদান ফরম

দ্বি-মাসিক সভার তথ্য প্রদান ফরমঃ উল্লেখ্য যে, প্রতি দুই মাস পরপর সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর সভা ও অন্যান্য তথ্য সমেত অনলাইন ফরমটি পূরণ করতে হবে।

উন্নয়ন সূচক পর্যবেক্ষন ফরম : উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিব যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে (সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যদের সহায়তায়) বিভাগ/সংস্থাভিত্তিক ও উপজেলার জন্য এবং সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক প্রতিবেদন (সংযুক্তি খ: প্রতিবেদন ফরমেট) প্রতি দুইটি মিটিং অন্তর অন্তর তৈরি করবেন এবং তা অনলাইনে প্রেরণ করবেন।

অর্ধ-বার্ষিকী পুষ্টি বাজেটের তথ্য প্রদান ফরমঃ এটি প্রতি ছয় মাসে একবার পূরণ/ হালনাগাদ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, দপ্তর ভিত্তিক পুষ্টি বাজেট (বরাদ্দের পরিমাণ এবং খরচের পরিমাণ) নির্ধারিত ফরম ও অংশে পূরণ করতে হবে।

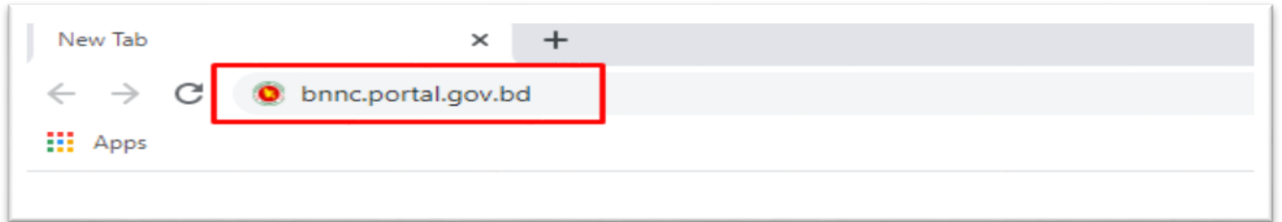
১.৪ পুষ্টি প্যাকেজের উপাদান সমূহঃ

বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি প্যাকেজে ০৭ টি মন্ত্রণালয় এবং তাদের অধীনস্থ বিভাগ সমূহের ১১৫ টি বহুক্ষেত্রীয় পুষ্টি কার্যক্রম এবং ২০ টি নির্দেশক/সূচক (পরিশিষ্ট-ক) অন্তর্ভুক্ত। ২০টি প্রাধিকার নির্দেশক এর মধ্যে স্বাপকম- ১১টি নির্দেশক/সূচক এবং ৭৩ টি কাজ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের ০২ টি নির্দেশক এবং ১০ টি কাজ, কৃষি মন্ত্রণালয়ের ০৩টি নির্দেশক এবং ১৮টি কাজ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা/শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০২ টি নির্দেশক এবং ৭টি কাজ, ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা/স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয় এর ০১টি নির্দেশক ০৩টি কাজ রয়েছে। যদিও দৃশ্যত মোট কর্মকাণ্ডের তালিকাটি দীর্ঘ, তবে একাধিক দফতর এর মধ্যে বেশ কয়েকটি একই রকম কার্যক্রম সম্পাদনা করে বিধায় কর্মকাণ্ডের সংখ্যা একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে। PER-N হতে প্রাপ্ত সূত্রে দেখা যায় মূলতঃ ০৭ টি মন্ত্রণালয় পুষ্টিখাতের সিংহভাগ ব্যয় করে থাকেন।

১.৫ পরিচালনা সহায়িকাটি ব্যবহার প্রক্রিয়া

১.৫.১ ওয়েব সাইটে প্রবেশ করার নিয়মঃ

আপনার কম্পিউটারে Google Chrome ব্রাউজারটি খুলুন। নিচের চিত্রের মত ব্রাউজারের এড্রেসবারে <http://bnnc.portal.gov.bd/> লিখুন/কপি করে পেস্ট করুন এবং Enter দিন।

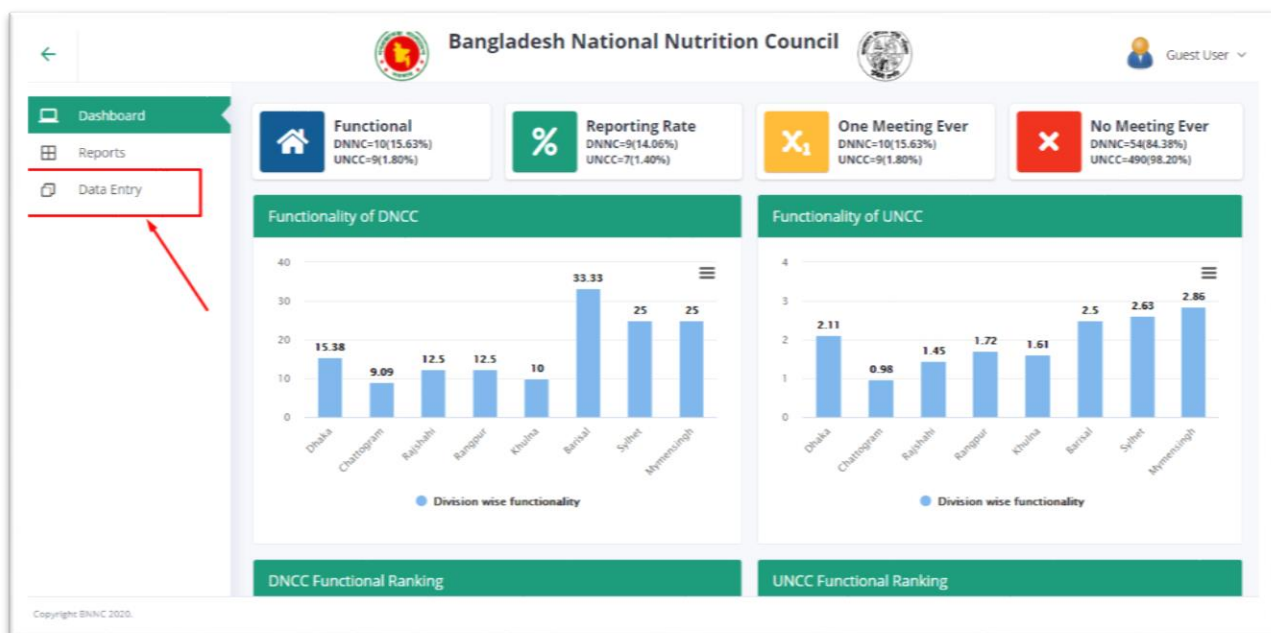


উপরোক্ত URL বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের ওয়েব সাইট টি আসবে।



উপরোক্ত ওয়েবপেজের বাম সাইডের মেনু Data Entry লিংকে ক্লিক করুন।

১.৫.২ লগিন করার নিয়মঃ



Data Entry লিংকে ক্লিক করলে নিচের মত লগিন পেজ আসবে সেখানে আপনার কমিটির লগিন ইউজার ও পাসওয়ার্ড দিন এবং **লগিন** বাটনে ক্লিক করুন।



ঠিক মত লগিন হলে নিচের মত উইন্ডো আসবে।



১.৬ দ্বি-মাসিক সভার তথ্য প্রদান করার নিয়মঃ

দ্বি-মাসিক সভার তথ্য প্রদানের জন্য নিচের ন্যায় দ্বি-মাসিক সভার তথ্য প্রদান লিংকে ক্লিক করুন।



Bangladesh National Nutrition Council

Amtali UNCC

Dashboard

Reports

Data Entry

দ্বি-মাসিক সভার তথ্য প্রদান

পুষ্টি সমন্বয় কমিটির গঠন

ক	প্রজ্ঞাপন/নীতিমালা অনুযায়ী কমিটি গঠিত হয়েছে কি?	<input type="radio"/> হ্যাঁ <input type="radio"/> না
খ	কমিটি গঠনের তারিখ উল্লেখ করুন	<input type="text" value="mm/dd/yyyy"/>
গ	এই যাবৎকাল পুষ্টি সমন্বয় কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে কি?	<input type="radio"/> হ্যাঁ <input type="radio"/> না
ঘ	পুষ্টি সমন্বয় কমিটির অরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে কি?	<input type="radio"/> হ্যাঁ <input type="radio"/> না
ঙ	কমিটির উপদেষ্টা, সভাপতি ও সদস্য সচিবসহ অন্যান্য দপ্তরের সদস্যগণ কমিটির কার্যপরিধি সম্পর্কে অবহিত আছেন কি?	<input type="radio"/> হ্যাঁ <input type="radio"/> না

পুষ্টি সমন্বয় কমিটির দ্বি-মাসিক সভা বিষয়ক তথ্য

ক	দ্বি-মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ	<input type="text" value="mm/dd/yyyy"/>
খ	সভায় প্রত্যাশিত উপস্থিতি (সংখ্যা/হার) নিশ্চিত হয়েছে কি? (এক তৃতীয়ংশ)	<input type="radio"/> হ্যাঁ <input type="radio"/> না
গ	গত মিটিং এর পর কমিটির প্রধান সদস্যবৃন্দ (উপদেষ্টা, সভাপতি, সদস্য সচিব) পরিবর্তিত হয়েছে কিনা ? হ্যাঁ হলে নিম্নোক্ত কোন কোন পদ পরিবর্তিত হয়েছে?	<input type="radio"/> হ্যাঁ <input type="radio"/> না
গ	সভায় নির্ধারিত মন্ত্রনালয়ের (এক তৃতীয়ংশ) সদস্য উপস্থিত ছিলেন কি না? হ্যাঁ হলে সদস্য নির্বাচন করুন।	<input type="radio"/> হ্যাঁ <input type="radio"/> না
ঘ	নিয়মিত সভার প্রতিবেদন/(রেজুলেশন (কার্যবিবরণী)) এবং ফলোআপ আছে কি?(হ্যাঁ হলে সংযুক্ত করুন)	<input type="radio"/> হ্যাঁ <input type="radio"/> না
ঙ	পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহীত হয়েছে কি?	<input type="radio"/> হ্যাঁ <input type="radio"/> না <input type="radio"/> আংশিক

তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ

ক	কমিটির কাছে উপজেলার পুষ্টি প্রোফাইল আছে কি?	<input type="radio"/> হ্যাঁ <input type="radio"/> না
খ	সভায় নিয়মিত এবং পর্যায়ক্রমিক ভাবে তথ্য-উপাত্ত বিষয়ক আলোচনা হচ্ছে কি?	<input type="radio"/> হ্যাঁ <input type="radio"/> না
গ	দ্বি-মাসিক সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্ব-স্ব বিভাগ প্রতিবেদন দাখিল করেছে কি?	<input type="radio"/> হ্যাঁ <input type="radio"/> না

পুষ্টি সমন্বয় কমিটির বাৎসরিক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন

ক	উপজেলার জন্য একটি বাৎসরিক পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা আছে কি?	<input checked="" type="radio"/> হ্যাঁ <input type="radio"/> না
খ	বাৎসরিক কর্ম-পরিকল্পনায় ব্রহ্মখাত ভিত্তিক পুষ্টি প্যাকেজ বিবেচনা করা হয়েছে কি?	<input type="radio"/> হ্যাঁ <input type="radio"/> না পুষ্টি প্যাকেজ দেখুন
গ	গত সভার আলোচ্যসূচি বাস্তবায়নের জন্য সভার প্রধান ব্যক্তিবর্গ মাঠ পর্যয়ে পরিদর্শন করেছেন কি?	<input type="radio"/> হ্যাঁ <input type="radio"/> না

মতামত ও পরামর্শ

তথ্য সংরক্ষণ করুন

Copyright BNNC 2020.

পুষ্টি সমন্বয় কমিটির গঠন সেকশনটি শুধু মাত্র একবার পূরণযোগ্য। একবার পূরণ করা হলে এই অংশটি আর আসবে না।

পুষ্টি সমন্বয় কমিটির দ্বি-মাসিক সভা বিষয়ক তথ্য সেকশনের তথ্য পূরণ করুন। এই সেকশনের “গ” নং প্রশ্নটিতে হ্যাঁ দিলে নিচের চিত্রের ন্যায় একটি মাল্টি সিলেকশন বক্স আসবে সেখান থেকে পরিবর্তনকৃত সদস্যদের নির্বাচন করুন।

গ	গত মিটিং এর পর কমিটির প্রধান সদস্যবৃন্দ (উপদেষ্টা, সভাপতি, সদস্য সচিব) পরিবর্তিত হয়েছে কিনা? হ্যাঁ হলে নিম্নোক্ত কোন কোন পদ পরিবর্তিত হয়েছে? সদস্য নির্বাচন করুন	<input checked="" type="radio"/> হ্যাঁ <input type="radio"/> না Select Member
---	--	---

“ঘ” নং প্রশ্নটিতে হ্যাঁ দিলে নিচের চিত্রের ন্যায় একটি মাল্টি সিলেকশন বক্স আসবে সেখান থেকে পরিবর্তনকৃত সদস্যদের নির্বাচন করুন।

ঘ	সভায় নির্ধারিত মন্ত্রনালয়ের (এক তৃতীয়াংশ) সদস্য উপস্থিত ছিলেন কি না? হ্যাঁ হলে সদস্য নির্বাচন করুন। সদস্য নির্বাচন করুন	<input checked="" type="radio"/> হ্যাঁ <input type="radio"/> না Select Member
---	--	---

একই সেকশনের “ঙ” নং প্রশ্নটিতে হ্যাঁ দিলে নিচের চিত্রের ন্যায় একটি ফাইল আপলোডের ঘর আসবে সেখানে আপনার কমিটির মিটিং প্রতিবেদন আপলোড করুন।

ঙ	নিয়মিত সভার প্রতিবেদন/রেজুলেশন (কার্যবিবরণী) এবং ফলোআপ আছে কি? (হ্যাঁ হলে সংযুক্ত করুন) প্রতিবেদন আপলোড করুন	<input checked="" type="radio"/> হ্যাঁ <input type="radio"/> না Choose File No file chosen
---	---	--

তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ সেকশনে সকল তথ্য দিন।

পুষ্টি সমন্বয় কমিটির বাৎসরিক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সেকশনে সকল তথ্য দিন।

মতামত ও পরামর্শ সেকশনে আপনার কোন মতামত বা পরামর্শ থাকলে তা লিখুন।

এবার সকল তথ্য ঠিক থাকলে **তথ্য সংরক্ষণ করুন** বাটনে ক্লিক করুন।

১.৭ উন্নয়ন সূচক পর্যবেক্ষণ তথ্য প্রদান করার নিয়ম

প্রস্তুত কাজ শেষ হলে নির্দেশনা প্রদান করা হবে

১.৮ অর্ধ-বার্ষিকী পুষ্টি বাজেটের তথ্য প্রদান করার নিয়মঃ

ডাটা এন্ট্রি পেজে নিচের চিত্রের মত অর্ধ-বার্ষিকী পুষ্টি বাজেট পর্যবেক্ষণ লিংকে ক্লিক করুন।



নিচের মত ডাটা এন্ট্রি ওয়েবপেজ আসবে।

বাজেট পর্যবেক্ষণ

ক	উপজেলা পরিষদের সভাসমূহ উনমুক্ত বাজেট অনুষ্ঠান হয়েছে কি?	<input type="radio"/> হ্যাঁ <input type="radio"/> না
খ	উপজেলা পরিষদের বাজেটে পুষ্টি কার্যক্রমের জন্য বার্ষিক বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)	<input type="text"/>
গ	উপজেলা পরিষদের বাজেটে পুষ্টি কার্যক্রমে খরচের পরিমাণ (টাকা)	<input type="text"/>

বহুখাত ভিত্তিক বরাদ্দ ও খরচের পরিমাণ

	উপজেলা মন্ত্রণালয়/দপ্তর/ প্রোগ্রাম	বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)	খরচের পরিমাণ (টাকা)
১	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	<input type="text"/>	<input type="text"/>
২	দুর্যোগব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	<input type="text"/>	<input type="text"/>
৩	খাদ্য মন্ত্রণালয়	<input type="text"/>	<input type="text"/>
৪	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	<input type="text"/>	<input type="text"/>
৫	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	<input type="text"/>	<input type="text"/>
৬	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	<input type="text"/>	<input type="text"/>
৭	কৃষি মন্ত্রণালয়	<input type="text"/>	<input type="text"/>
৮	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	<input type="text"/>	<input type="text"/>
৯	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	<input type="text"/>	<input type="text"/>

[তথ্য সংরক্ষণ করুন](#)

বাজেট পর্যবেক্ষণ সেকশনে সকল তথ্য দিন।

বহুখাত ভিত্তিক বরাদ্দ ও খরচের পরিমাণ সেকশনে মন্ত্রণালয় সমূহের বরাদ্দ ও খরচের পরিমাণ আলাদা আলাদা ভাবে দিতে হবে।

এবার সকল তথ্য ঠিক থাকলে **তথ্য সংরক্ষণ করুন** বাটনে ক্লিক করুন।

(পরিশিষ্ট-ক) ০৪ সকল সেক্টরের জন্য প্রযোজ্য সূচক/ নির্দেশক (Indicator):

ক্রমিক নং	সূচক/ নির্দেশক	বাস্তবায়নকারী সেক্টর/ মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/প্রতিষ্ঠান
১	৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে খর্বতার হার কমানো।	সকল সেক্টর
২	৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে কৃশকায়তার হার কমানো।	সকল সেক্টর
৩	৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে শৈশবকালীন স্থূলতার হার বাড়তে না দেয়া	সকল সেক্টর
৪	১৫-৪৯ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতার (বিএমআই ≥ 23) হার কমানো	সকল সেক্টর
৫	নবজাতক শিশুদের মধ্যে কম জন্ম-ওজন (<2500 গ্রাম) এর হার কমানো	সকল সেক্টর

সেক্টর ভিত্তিক প্রযোজ্য কার্যক্রমসহ সূচক/ মানদণ্ড (Indicator) সমূহঃ

ক্রমিক নং	সূচক/ নির্দেশক	সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়/ এলজিডি – UPHCSDP II		
১-২	১) জন্মের প্রথম এক ঘণ্টার মধ্যে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো শুরু করার হার বৃদ্ধি ২) ০ -৬ মাস বয়সী শিশুদের মধ্যে শুধুমাত্র মায়ের বুকের দুধ পান করার হার বৃদ্ধি	১) ANC, PNC এর সময় IYCF পরামর্শ এবং মাতৃদুগ্ধ পান করানোর জন্য উৎসাহিত করা ও সহায়তা প্রদান ২) শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানোর সংক্রান্ত সামাজিক আচরণ পরিবর্তনের যোগাযোগ (SBCC) এর প্রচারাভিযান বৃদ্ধি করা ৩) শিশুবান্ধব হাসপাতাল উদ্যোগ (Baby Friendly Hospital Initiative) এর বাস্তবায়ন করা ৪) স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সেবা প্রদানকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা ৫) পুনারায় মাতৃদুগ্ধ দান (রি -ল্যাকটেশন) এর জন্য ওকাতানি (Oketani) পদ্ধতি প্রদানে সহায়তা ৬) মাতৃদুগ্ধ বিকল্প বাজারজাতকরণ (BMS) রহিতকরন কোড/আইনের পূর্ণ বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ করা ৭) বিশেষ দিবস ও সপ্তাহ (পুষ্টি সপ্তাহ, বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ ইত্যাদি) উদযাপন
৩	৬-২৩ মাস বয়সী শিশুদের মধ্যে ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য খাবার গ্রহণের হার বৃদ্ধি	১) ৬-২৩ মাস বয়সী শিশুদের ২ বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানোর পাশাপাশি সঠিক ও নিরাপদ পরিপূরক খাবার খাওয়ানোর প্রচারণা করা ২) ৬-২৩ মাস বয়সী শিশুদের ২ বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানোর পাশাপাশি সঠিক ও নিরাপদ পরিপূরক খাবার খাওয়ানোর সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক সচেতনতা গড়ে তোলা ৩) পরিপূরক খাবার খাওয়ানো বিষয়ক পরামর্শ প্রদান ও প্রচারণা বৃদ্ধি করা ৪) মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো এবং ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য খাবার গ্রহণের বিষয়ে সামাজিক আচরণ পরিবর্তনের যোগাযোগ (SBCC) এর প্রচারাভিযান বৃদ্ধি করা ৫) বাড়ির আঙিনায় পুষ্টিসমৃদ্ধ বৈচিত্র্যপূর্ণ ফসল (শাকসবজি) উৎপাদনে উৎসাহিত করা
৪	নবজাতক শিশুদের মধ্যে কম জন্ম-ওজন (<2500 গ্রাম) এর হার কমানো	১) বাল্যবিবাহ এবং অল্প বয়সে গর্ভধারণ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি করা ২) গর্ভকালীন অবস্থায় রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা গ্রহণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা ৩) গর্ভবতী মহিলাদের সম্পূরক অনুপুষ্টি (Micronutrient) সরবরাহ করা ৪) গর্ভকালীন ও দুগ্ধদানকালীন সময়ে পুষ্টিকর ও বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্য গ্রহণে উৎসাহিত করা

		<p>৫) একাধিক সন্তান জন্মদানের মধ্যবর্তী বিরতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান</p> <p>৬) গর্ভকালীন সময়ে মায়ের ওজন বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা</p> <p>৭) দরিদ্র এবং অপুষ্টিতে আক্রান্ত গর্ভবতী ও প্রসুতি মায়েরদের সম্পূরক খাদ্য প্রদান সহায়তা ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচীতে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অন্তর্ভুক্ত করা</p>
৫	১৫-৪৯ বছর বয়সী প্রজননক্ষম নারীদের মধ্যে রক্তস্বল্পতার হার কমানো	<p>১) গর্ভবতী ও প্রসুতি মায়েরদের মাঝে আইরন ফলিক এসিড বড়ি বিতরণ করা</p> <p>২) ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী পর্যায়ে এবং পারিবারিক আঙিনায় আয়রণ সমৃদ্ধ ফসল উৎপাদন ও খাদ্য গ্রহণে উৎসাহিত করা</p> <p>৩) পুষ্টি শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়রণ সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণে উৎসাহিত করা</p> <p>৪) কৃষি ও অন্যান্য পরজীবীর সংক্রমণজনিত রোগের প্রতিরোধ ও চিকিৎসা</p>
৬-৮	<p>৬) ১০-১৯ বছর বয়সী কিশোরীদের মধ্যে রক্তস্বল্পতার হার কমানো</p> <p>৭) ১৫-১৯ বছর বয়সী কিশোরীদের মধ্যে কম উচ্চতার (< ১৪৫ সেমি) হার কমানো</p> <p>৮) ১৫-১৯ বছর বয়সী কিশোরীদের মধ্যে শীর্ণকায়তা (Total thinness) - এর হার কমানো</p>	<p>১) সামাজিক আচরণ পরিবর্তনের যোগাযোগ (SBCC) ও প্রচারাভিযানের মাধ্যমে সুখম খাবার, আয়রণ সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ এবং স্বাস্থ্যকর রন্ধন পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি</p> <p>২) ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী পর্যায়ে এবং পারিবারিক আঙিনায় আয়রণ সমৃদ্ধ ফসল উৎপাদন এবং খাদ্য গ্রহণে উৎসাহিত করা</p> <p>৩) ৬ মাস অন্তর অন্তর বিদ্যালয়গামী এবং বিদ্যালয়ের বাইরের শিশুদের কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়ানো</p> <p>৪) সকল কিশোরীদেরকে সম্পূরক অনুপুষ্টি (Micronutrient) সরবরাহ করা</p> <p>৫) বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কর্মসূচী এবং ক্ষুদ্র ডাক্তার কর্মসূচীর কভারেজ বাড়ানো এবং যথাযথ বাস্তবায়ন করা</p> <p>৬) প্রত্যেক বিদ্যালয়ে পুষ্টি বাগান তৈরি কার্যক্রমের কভারেজ বাড়ানো এবং যথাযথ বাস্তবায়ন করা</p> <p>৭) কমিউনিটি পর্যায়ে কিশোরী ফোরাম/সহায়তা গোষ্ঠী (পুষ্টি ক্লাব, স্কাউট, গার্লস গাইড, স্বর্ণকিশোরী) প্রতিষ্ঠা এবং সদস্যদের জন্য পুষ্টি শিক্ষা প্রদান</p> <p>৮) স্কুলে খাদ্য বিতরণ কর্মসূচী গ্রহণ করা (প্রয়োজন নিরিখে)</p> <p>৯) শিক্ষক ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিসহ অন্যান্য অংশীদারকে কৈশোরকালীন-পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করা</p> <p>১০) বাল্যবিবাহ এবং অল্প বয়সে গর্ভধারণ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি করা</p> <p>১১) পড়াশোনা সম্পূর্ণ করতে এবং বিদ্যালয়ে যাওয়া চালিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করা</p> <p>১২) ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করা</p>
৯	হাত ধোয়ার যথাযথ নিয়ম মেনে চলে এমন শিশু-পরিচর্যাকারীর শতকরা হার বৃদ্ধি	<p>১) ৫টি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে মা/শিশু-পরিচর্যাকারীর হাত ধোয়ার যথাযথ নিয়ম মেনে চলা (মলমূত্র ত্যাগের পরে, শিশুর মলমূত্র পরিষ্কার করার পরে, রান্না/খাবার তৈরির আগে, খাবার পরিবেশনের আগে, খাওয়া/খাওয়ানোর আগে)</p> <p>২) যথাযথভাবে হাত ধোয়ার ব্যাপ্তি এবং ধাপসমূহ সম্পর্কে মা/ শিশু-পরিচর্যাকারীকে স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান</p> <p>৩) স্বাস্থ্যকর্মী/সেবাদানকারী, শিক্ষক ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিসহ অন্যান্য অংশীদারকে হাত ধোয়ার যথাযথ নিয়ম বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করা</p>

		<p>৪) হাত ধোয়ার স্থান স্থাপন এবং এর ব্যবহার নিশ্চিতকরণে সচেতনতা বৃদ্ধি</p> <p>৫) বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার সচেতনতা মাস পালন</p>
১০	মাথাপিছু লবণ এবং চিনি গ্রহণের হার পরিবর্তন/নিয়ন্ত্রণ করা	<p>১) সামাজিক আচরণ পরিবর্তনের যোগাযোগ (SBCC) ও প্রচারাভিযানের মাধ্যমে মাথাপিছু লবণ এবং চিনি গ্রহণের হার পরিবর্তন/নিয়ন্ত্রণ করা (গাইডলাইন অনুযায়ী) সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি</p> <p>২) খাদ্যে নিয়ন্ত্রিত/নির্দিষ্ট মাত্রায় লবণ এবং চিনি ব্যবহার নিশ্চিতকরণে খাদ্য উৎপাদনকারী এবং প্রক্রিয়াজাতকারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম পরিচালনা করা</p>
১১	১৫-১৯ বছর বয়সী গর্ভধারণকারী কিশোরী/নারীর শতকরা হার	<p>১) বাল্যবিবাহ এবং অল্প বয়সে/কৈশোরকালীন গর্ভধারণ প্রতিরোধে উপযুক্ত মেসেজ নির্ধারণসহ গণমাধ্যমে এবং কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম পরিচালনা করা</p> <p>২) ১৫-১৯ বছর বয়সী কিশোরী/নারীরদের মধ্যে নবদম্পতি সনাক্ত করে পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান এবং দেহীতে গর্ভধারণের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি</p> <p>৩) বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া কিশোরীদের জীবন-দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান</p> <p>৪) শিশু এবং কিশোরীদের শিক্ষা বৃত্তি প্রদানের পাশাপাশি পুষ্টি শিক্ষা প্রদান করা</p> <p>৫) অল্প বয়সে/কৈশোরকালীন গর্ভধারণ প্রতিরোধে কিশোরী ফোরাম/সহায়তা গোষ্ঠী (পুষ্টি ক্লাব, স্কাউট, গার্লস গাইড, স্বর্ণকিশোরী, যুববান্ধব হাসপাতাল) প্রতিষ্ঠা ও প্রসার</p> <p>৬) মেয়েদের জন্য সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতা বাড়ানো</p> <p>৭) মাদার সাপোর্ট গ্রুপের মাধ্যমে অল্প বয়সে/কৈশোরকালীন গর্ভধারণ প্রতিরোধে পরামর্শ প্রদান</p>
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, এলজিইডি		
১২-১৩	<p>১২) নিরাপদ খাবার পানি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার শতকরা হার</p> <p>১৩) উন্নতমানের স্যানিটারি ল্যাট্রিন ব্যবহারকারী জনসংখ্যার শতকরা হার</p>	<p>১) নিরাপদ খাবার পানি এবং উন্নতমানের স্যানিটারি ল্যাট্রিন এর চাহিদা ও ঘাটতি নিরূপণ করা</p> <p>২) চাহিদা ও ঘাটতির বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় নিরাপদ খাবার পানি এবং উন্নতমানের স্যানিটারি ল্যাট্রিন জোগান নিশ্চিত করা</p> <p>৩) পুষ্টি ও ওয়াশ-এর পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্ক এবং গুরুত্ব সম্পর্কে গণমাধ্যমে এবং কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম পরিচালনা করা</p> <p>৪) স্বাকর্মী/সেবাদানকারী, শিক্ষক, ছাত্র ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিসহ অন্যান্য অংশীদারের মাঝে নিরাপদ খাবার পানি পান এবং উন্নতমানের স্যানিটারি ল্যাট্রিন ব্যবহারের গুরুত্ব বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি করা</p> <p>৫) প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ওয়াশ-রুম স্থাপন, ব্যবস্থাপনা এবং প্রচারণা করা</p>
মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর/মন্ত্রালয়		
১৪	২০-২৪ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে ১৮ বছরে প্রথম বিয়ে হয়েছে এরকম নারীর শতকরা হার	<p>১) বাল্যবিবাহ এবং অল্প বয়সে/কৈশোরকালীন গর্ভধারণ প্রতিরোধে উপযুক্ত মেসেজ নির্ধারণসহ (যেমনঃ মসজিদে খুতবা প্রদানের সময়) গণমাধ্যম এবং কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম পরিচালনা করা</p> <p>২) অল্প বয়সে/কৈশোরকালীন গর্ভধারণ প্রতিরোধে কিশোরী ফোরাম/সহায়তা গোষ্ঠী (পুষ্টি ক্লাব, স্কাউট, গার্লস গাইড, স্বর্ণকিশোরী, যুববান্ধব হাসপাতাল) প্রতিষ্ঠা ও প্রসার</p> <p>৩) মেয়েদের জন্য সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতা বাড়ানো</p> <p>৪) ঝুঁকিতে আছে এমন কিশোরীদের আয় বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে অগ্রাধিকার দেয়া</p>
খাদ্য, কৃষি, প্রাণি সম্পদ এবং মৎস্য		
১৫	মাথাপিছু ফল ও শাকসবজি খাওয়ার হার	১) পারিবারিক পর্যায়ে / আঞ্চিনায় দেশীয় ও অন্যান্য জাতের ফল ও শাকসবজি উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান করা

		<p>২) পুষ্টি/আজিানা বাগান তৈরিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা</p> <p>৩) বিশেষায়িত কৃষি প্রযুক্তি (হাইড্রোপনিক, ভাসমান বাগান ইত্যাদি) পরিচিতি, প্রচার ও প্রসার করা</p> <p>৪) প্রত্যেক বিদ্যালয়ে পুষ্টি বাগান তৈরি কার্যক্রম উৎসাহিত করা</p> <p>৫) পুষ্টি সংবেদনশীল প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং মোড়কজাতকরণ সহ, উৎপাদন পরবর্তী খাদ্য অপচয় রোধে প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা</p> <p>৬) জেলা, উপজেলা এবং কমিউনিটি পর্যায়ে খাদ্য সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান</p> <p>৭) 'একটি বাড়ি, একটি খামার' প্রকল্পের আওতা বৃদ্ধি ও প্রসার ঘটানো</p>
১৬	মাথাপিছু মাছ, মাংস, দুধ এবং ডিম খাওয়ার হার	<p>১) বাড়ির পরিত্যক্ত স্থানে হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগল ও অন্যান্য প্রাণি পালন উৎসাহিত করা</p> <p>২) একুয়াকালচার এবং খোলা-পানিতে ছোট মাছ, যেমন মলা সহ, অন্যান্য মাছ চাষ উৎসাহিত করা</p> <p>৩) বৈচিত্র্যপূর্ণ ও সমন্বিত চাষাবাদ উৎসাহিত করা</p> <p>৪) পুষ্টি সংবেদনশীল প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং মোড়কজাতকরণ সহ, উৎপাদন পরবর্তী খাদ্য অপচয় রোধে প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা</p> <p>৫) জেলা, উপজেলা এবং কমিউনিটি পর্যায়ে খাদ্য সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান</p> <p>৬) 'একটি বাড়ি, একটি খামার' প্রকল্পের আওতা বৃদ্ধি ও প্রসার ঘটানো</p>
১৭	শস্যজাত খাবার থেকে প্রাপ্ত মোট শক্তির শতকরা হার	<p>১) সামাজিক আচরণ পরিবর্তনের যোগাযোগ (SBCC) ও প্রচারাভিযানের মাধ্যমে সুখম খাবার গ্রহণের সাথে সাথে শস্যদানা জাতীয় খাদ্য খাওয়া কমানো এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্য (মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, ডাল, শাকসবজি ও ফলমূল) গ্রহণ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালনা করা</p>
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা শিক্ষা অধিদপ্তর/মন্ত্রণালয়		
১৮	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী শিশুদের (৩৬-৫৯ মাস) শতকরা হার	<p>১) শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা</p> <p>২) সামাজিক আচরণ পরিবর্তনের যোগাযোগ (SBCC) ও প্রচারাভিযানের মাধ্যমে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালনা করা</p> <p>৩) শিশুর প্রতিক্রিয়া অনুধাবন এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করে যত্নদান, খাওয়ানো পদ্ধতি প্রসার করা</p> <p>৫) কমিউনিটি পর্যায়ে শিশুদের জন্য দিবা-যাত্র কেন্দ্র এবং প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা</p>
শিক্ষা অধিদপ্তর/মন্ত্রণালয়		
১৯	মাধ্যমিক বা উচ্চশিক্ষা শেষ করেছে এমন নারীর শতকরা হার	<p>১) বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে গণমাধ্যম এবং কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম পরিচালনা করা</p> <p>২) দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিবার থেকে আসা বিদ্যালয়গামী শিশু ও কিশোরীদের জন্য শিক্ষা বৃত্তির আওতা বাড়ানো</p> <p>৩) কিশোরীদের পড়াশোনা সম্পূর্ণ করতে এবং বিদ্যালয়ে যাওয়া চালিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করা</p>
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী		
২০	পুষ্টি-পত্যক্ষ ও পুষ্টি -পরোক্ষ লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে এমন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর সংখ্যা	<p>১) পুষ্টি সংবেদনশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চলমান সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র হালনাগাদ করা</p> <p>২) শহরে বসবাসকারী ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী ও প্রান্তিক মানুষদের জন্য পুষ্টি সংবেদনশীল সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা</p> <p>৩) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী এবং পুষ্টি-পত্যক্ষ ও পুষ্টি পরোক্ষ কার্যক্রমের মধ্যে সংযোগ স্থাপন এবং সমন্বয় সাধন করা</p>